রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০২০ তারিখ: ২০.০৫.২০২০

বিষয়: নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রসঙ্গে।

বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব পড়েছে। অর্থনীতির এ মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে স্বল্প সুদে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩০(ত্রিশ) হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত এ আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গত ১২.০৪.২০২০ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ জারী করা হয়েছে (সংযোজনী-'১')। এ সুবিধার আওতায় সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ/প্রদানের নিমিত্ত ১৫(পনের) হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে মর্মে ২৩.০৪.২০২০ তারিখে জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০ এ উল্লেখ করা হয়েছে (সংযোজনী-'২')।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লিখিত সার্কুলারসমূহের আলোকে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে এতদসংক্রান্ত ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

১. ঋণ/বিনিয়োগ প্রণোদনা প্যাকেজের নাম:

'নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা।'

২. প্যাকেজের মেয়াদ:

এ প্যাকেজের মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বছর।

৩. ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার যোগ্যতা:

এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার নিম্নরূপ যোগ্যতা বিবেচনা করতে হবে:

ক। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুধুমাত্র এরূপ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠান (CMSME ব্যতীত) এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে।

খ। নতুনভাবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী যাদের নামে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কোন ঋণ নেই, যারা এ যাবৎ নিজস্ব পুঁজি দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন কিন্তু বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে এরূপ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এ ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

গ। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাকেও এ ঋণ সুবিধা দেয়া যাবে।

ঘ। নতুন উদ্যোক্তা এবং বিদ্যমান ঋণগ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রেই Internal Credit Risk Rating System (ICRRS) এর মাধ্যমে Credit Risk Rating কার্যক্রম সম্পন্নকরণ ব্যতিরেকে এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে মর্মে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গত ১০.০৫.২০২০ তারিখে জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৫ এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (সংযোজনী-'৩')। তবে ব্যাংকে প্রচলিত অন্যান্য নীতিমালার আওতায় ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রাহক নির্বাচন করতে হবে।

(চলমান পাতা-২)

৪. ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার অযোগ্যতা:

ক। খেলাপি ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাগণ এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন না।

খ। ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের কোন ঋণ/বিনিয়োগ মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর ইতোপূর্বে তিনবারের অধিক পুনঃতফসিলকৃত হলে এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

গ। সিএমএসএমই (CMSME) খাতের শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতাভুক্ত হবে না।

৫. ঋণ/বিনিয়োগ সীমা:

ক। **বিদ্যমান ঋণগ্রহীতা:**

- শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের ক্ষতিগ্রস্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করছে সে সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবেন।
- বিদ্যমান ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের সীমা হবে বিদ্যমান ওয়ার্কিং কাপিটাল বাবদ মঞ্জুরিকৃত/প্রদত্ত সীমার সর্বোচ্চ ৩০%।

খ। **নতুন উদ্যোক্তা:**

- শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের ক্ষতিগ্রস্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ওয়ার্কিং কাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করছে না সে সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।
- নতুন উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতা সীমা নির্ধারিত হবে। এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের সীমা হবে উল্লিখিত প্রাপ্যতা সীমার সর্বোচ্চ ৩০%।

৬. ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ:

ক। এ প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ চলমান ঋণ/বিনিয়োগ (Continuous) হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ। গ্রাহক পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর।

গ। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে না।

ঘ। ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক হলে পরবর্তীতে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকের প্রচলিত/বিদ্যমান ঋণ নীতিমালার আওতায় তা নবায়ন করা যাবে। ঋণ নবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এর ১৩ তম অধ্যায়ের ১৩.৭ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে নবায়ন পরবর্তী সময়ের জন্য সরকারের নিকট হতে সুদ/মুনাফা বাবদ কোন ভর্তুকী পাওয়া যাবে না।

৭. সুদ/মুনাফার হার:

ক। এ ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৯%।

খ। প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার সর্বোচ্চ ৪.৫০% ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবেন এবং অবশিষ্ট ৪.৫০% সরকার কর্তৃক ভর্তুকী হিসেবে প্রদান করা হবে।

গ। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় কোনো একক ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ ০১(এক) বছরের জন্য সরকার হতে ভর্তুকী প্রাপ্য হবেন।

ঘ। ঋণ/বিনিয়োগের উপর সর্বোচ্চ ৯% হারে সুদ/মুনাফা আরোপিত হলেও সরকার হতে প্রাপ্য ভর্তুকীর সমপরিমাণ অর্থ ঋণগ্রহীতার দায় হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় নির্ধারিত সুদ/মুনাফা নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধিত না হলে সমুদয় আরোপিত সুদ/মুনাফা ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার দায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

(চলমান পাতা-৩)

৮. ঋণ/বিনিয়োগের ব্যবহার:

ক। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদার বিপরীতে এ প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ ব্যবহার করা যাবে।

খ। এ প্যাকেজের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ দিয়ে বিদ্যমান কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয়/পরিশোধ করা যাবে না।

গ। বিএমআরইসহ ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন কোন ব্যবসা চালুর জন্য এ ঋণ/বিনিয়োগ ব্যবহার করা যাবে না।

৯. ঋণ/বিনিয়োগের আবেদন গ্রহণ, মঞ্জুরি/অনুমোদন ও বিতরণ:

এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন গ্রহণ, অনুমোদন ও বিতরণ কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদন করতে হবে:

ক। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহ নিকটস্থ ব্যাংকের শাখায় ঋণ/বিনিয়োগের আবেদন করতে পারবেন।

খ। আবেদনকারী উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ঋণ/বিনিয়োগ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরি/অনুমোদন করবেন।

গ। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এর ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত ঋণ ও অগ্রিম মঞ্জুরি ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ। **ঋণ/বিনিয়োগের মঞ্জুরি/অনুমোদন হওয়ার পর উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি, ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারীর অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরির স্বপক্ষে ব্যাংকের মতামতসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের স্বাক্ষরে 'সংযোজনী ক-১' এবং 'সংযোজনী ক-২' এ বর্ণিত তথ্যাদিসহ ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতিপত্র প্রাপ্তির জন্য ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ বরাবরে আবেদন করতে হবে।**

ঙ। **বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতিপত্র প্রাপ্তির পর ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করতে হবে।**

চ। অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে এ ঋণ সুবিধা প্রদানে অগ্রাধিকার (Priority) প্রদান করতে হবে।

ছ। প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়/পরিশোধিত হলে অথবা নির্ধারিত মেয়াদ এক বছর অতিবাহিত হলে (যেটি আগে ঘটে) পরবর্তীতে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে একইভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

জ। আলোচ্য প্যাজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা স্বল্প সংখ্যক গ্রাহকদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না করে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার আওতাভুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

ঝ। আলোচ্য ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই Single Borrower Exposure limit অতিক্রম করা যাবে না।

ঞ। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ খাতে নির্ধারণকৃত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা/সীমার অতিরিক্ত হলে সীমাতিরিক্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর সরকার হতে ভর্তুকী প্রাপ্য হবে না।

১০. ঋণ/বিনিয়োগের শিডিউল অব চার্জেস:

ঋণ/বিনিয়োগের শিডিউল অব চার্জেস বিষয়ে এ ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এবং ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

১১. ঋণ/বিনিয়োগের জামানত ও ডকুমেন্টেশন:

এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে গৃহিতব্য জামানত, দলিলায়ন ও অন্যান্য ডকুমেন্টেশন বিষয়ে এ ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এর ১১তম ও ১২তম অধ্যায়ে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে।

(চলমান পাতা-৪)

১২. ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ ক্ষতির অর্থ পুনর্ভরণ:

এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ ক্ষতির অর্থ দাবীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

ক। এ প্যাকেজের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফার ৪.৫০% অর্থ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর) সরকারের নিকট হতে ভর্তুকী হিসেবে প্রাপ্য হবে।

খ। ভর্তুকী বাবদ প্রাপ্য অর্থ বাদে কোন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি সীমার মধ্যে থাকলে সুদ/মুনাফার অর্থ আদায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ। ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় অংশ অত্র নীতিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে আদায়/পরিশোধিত না হলে সরকারের নিকট হতে সুদ/মুনাফা বাবদ ভর্তুকীর অর্থ প্রাপ্য হবে না। এক্ষেত্রে, এতদসংক্রান্ত সমুদয় দায় গ্রাহকের উপর বর্তাবে এবং ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

ঘ। ঋণ/বিনিয়োগের উপর নির্ধারিত সুদ/মুনাফা আরোপ করে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার অংশ আদায় পূর্বক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সম্মতিপত্রসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট বরাবরে সুদ/মুনাফা বাবদ ভর্তুকীর জন্য আবেদন করতে হবে।

ঙ। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা না হলে সংশ্লিষ্ট ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ হতে বাতিল হতে পারে।

১৩. ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম:

আলোচ্য আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

ক। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ব্যাংক কতৃর্ক বরাদ্দ ও বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাওয়া যাবে।

খ। সুদ/মুনাফার হার হবে ৪%, যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ভিত্তিক) আরোপিত হবে।

গ। পুনঃঅর্থায়ন ঋণ/বিনিয়োগ সীমার কোন অর্থ পরিশোধিত হওয়ার পর বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় নতুন গ্রহীতাকে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হলে অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ স্কিম হতে পুনরায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এভাবে ০৩(তিন) বছর পর্যন্ত নিজস্ব সীমার মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাওয়া যাবে।

ঘ। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ কোনভাবেই বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর নির্দেশনা বহির্ভূত অন্য কোনো খাত/উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ। বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়/সমন্বয় হলে অথবা ০১(এক) বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে (যেটি আগে ঘটে) সর্বশেষ ত্রৈমাসিকের সুদসহ ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

চ। ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত তথ্য ও উপাত্তের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তাগণ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণগ্রহিতা/ঋণগ্রহিতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট ঋণ নথি/দলিলাদি নিরীক্ষাসহ প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারেন। বিধায় আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বদা হালনাগাদ রাখতে হবে।

১৪. ঋণ/বিনিয়োগের হিসাবায়ন ও রিপোর্টিং:

এ প্যাকেজের আওতায় নিম্নবর্ণিত হেড-এর মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা করতে হবে:

GL Account No		Account Type/Product Code		Income Head	
IBS	CBS	IBS	CBS	IBS	CBS
1014/3	9020401001007	50	509	46/1	9030101001098

প্রতিটি শাখায় সিবিএস/আইবিএস এর পাশাপাশি একটি পৃথক রেজিষ্টারে এতদসংক্রান্ত ঋণ/বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য 'Working Capital Under Stimulus Package' নামে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জোনাল কার্যালয় এবং শাখা পর্যায়ে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সে এ ঋণ পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে। এ বিষয়ে সিএল-২ বিবরণীতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ রিপোর্ট করতে হবে।

(চলমান পাতা-৫)

১৫. ঋণ/বিনিয়োগ আদায়:

ক। এ প্যাকেজের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ চলমান (Continuous) প্রকৃতির ঋণ/বিনিয়োগ বিধায় এটি মেয়াদপুর্তিতেই সুদসহ পরিশোধযোগ্য। ঋণ/বিনিয়োগ মেয়াদের মধ্যে (এক বছর) মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ সীমার আওতায় টাকা জমা ও উত্তোলন করা যাবে।

খ। ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফাসহ ঋণ/বিনিয়োগের স্থিতি (Loan Outstanding) কোনভাবেই মঞ্জুরিকৃত ঋণসীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তবে কোনো কারণে সুদ/মুনাফা আরোপের ফলে ঋণসীমা অতিক্রম করলে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তা পরিশোধ/সমন্বয় করতে হবে।

গ। বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

ঘ। ঋণ/বিনিয়োগ অনাদায়ে এরূপ ঋণ হিসাব শ্রেণীকরণ ও প্রভিশন সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণীকরণপূর্বক যথাযথভাবে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

১৬. বিশেষ নির্দেশাবলী:

ক। প্রধান কার্যালয় হতে এ স্কীমের আওতায় জোন ভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রাপ্তির পর জোনাল ব্যবস্থাপকগণ জরুরীভিত্তিতে স্ব স্ব জোনের আওতাধীন শাখাসমূহের জন্য এতদসংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা বন্টনপূর্বক প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ কপি প্রেরণ করবেন।

খ। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

গ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

ঘ। শাখা/জোনসমূহ এ স্কিমের আওতায় প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নির্ধারিত লক্ষমাত্রার অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে না।

ঙ। এ প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ যেন কোনক্রমেই খেলাপীতে পরিণত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সর্বদা সতর্ক থাকবেন। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করবেন।

চ। এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত সুদের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা ও জোনাল ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে। তৎপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

ছ। জোনসমূহ থেকে পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত বিবরণী যথাসময়ে না পাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এতদসংক্রান্ত দায় সংশ্লিষ্ট জোনাল ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

জ। এ প্যাকেজের আওতায় সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রধান কার্যালয়ের একটি 'বিশেষ সেল' নিয়মিত তদারকি করবে।

ঝ। এ প্যাকেজের আওতায় শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার/সাকুলার লেটারসমূহের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

ঞ। উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তীতে কোন নির্দেশনা সংশোধন/পরিবর্তন করা হলে তা অনুসরণ করতে হবে।

(চলমান পাতা-৬)

১৭. তথ্য ও উপাত্ত দাখিল:

ক। প্রতিটি শাখা শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে এতদসংক্রান্ত ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত ছক অনুযায়ী (সংযোজনী- 'ক-২', 'খ-২' এবং 'গ ') যথাযথভাবে মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ৫ তারিখ এবং ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখ) সংশ্লিষ্ট জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

খ। জোনাল কার্যালয়সমূহ উল্লিখিত বিবরণীসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ এবং ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ) প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

গ। প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ উল্লিখিত বিবরণীসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ১০ তারিখ এবং ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখ) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

অনুমোদনক্রমে-

২০.০৫.২০২০
(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সূত্র নং- প্রকা/ঋণওঅবি-১/৩৬৩(WC)/২০১৯-২০২০/১২৩৪(৪৫৪) তারিখ: ২০.০৫.২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

২০.০৫.২০২০
(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা